যুগান্তর

3 7 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ ...

চবিতে প্রয়োজনের বেশি শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া

হামিদ উল্লাহ, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে একজনের কথা উল্লেখ থাকলেও প্রচলিত সব নিয়মকানুন উপেক্ষা করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগে একসঙ্গে ছয়জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। দলীয়করণের পাশাপাশি এ নিয়োগে আঞ্চলিকীকরণেরও খবর পাওয়া গেছে। আজ আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার নেয়ার সময়সূচি নির্ধারণ করা হলেও সম্ভাব্য নিয়োগপ্রাপ্তদের তালিকা ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। লোকপ্রশাসন বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক এ ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, আবেদনকারীর অ্যাকাডেমিক যোগ্যতার চেয়ে এখানে জামায়াতের প্রতি অনুগত্য ও বিভাগের একজন সিনিয়র শিক্ষকের এলাকার লোক হওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। লোকপ্রশাসন বিভাগে বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা ১৮ জন। সাতজন অধ্যাপক, তিনজন সহযোগী অধ্যাপক, তিনজন সহকারী অধ্যাপক ও পাঁচজন প্রভাষক। নতুন করে ছয়জন শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা জানার জন্য লোকপ্রশাসন বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক ও বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটির সদস্য প্রফেসর আবদুন নূরের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেন, এসব নিয়ে যুগান্তরের কাজ কি? আওয়ামী লীগ আমাদের নিয়োগ নিয়ে তোমরা দেখনি কেন? তার বিরুদ্ধে নিজ এলাকার প্রার্থী নিয়োগ দেয়ার জন্য প্রশাসনকে চাপ দেয়ার অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, কে বলছে এসব কথা?

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির চেয়ে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে লোকপ্রশাসন বিভাগের একজন দায়িত্বশীল শিক্ষক জানান, বর্তমানে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি শিক্ষক রয়েছেন। অনেক শিক্ষককে ক্লাস দেয়া যাচ্ছে না। তবে স্বীকৃত নিয়মনীতি উপেক্ষা করে প্রশাসন কিছু করলে সাধারণ শিক্ষকদের কী করার আছে? এ ব্যাপারে উপাচার্য প্রফেসর এজেএম নুরুদ্দীন চৌধুরীর সঙ্গে বার বার যোগাযোগের চেষ্টা করলে উপাচার্য অফিস থেকে বলা হয়, স্যার কথা বলতে পারবেন না।